দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

# বিদ্যালয় ভবনের প্রাণঘাতী জরাজীর্ণতা

১৫ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অনেকগুলিরই জরাজীর্ণ দশা। গত শনিবার ফরিদপুর সদর উপজেলার লোহারটেক বিদ্যালয়ের ভবন ধসিয়া পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র নিহত হইয়াছে। আহত হইয়াছে আরো কয়েকজন। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলি কী দশায় রহিয়াছে! মঙ্গলবার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, গাজীপুর জেলার পাঁচটি উপজেলার ১১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রতিবেদনেই বলা হইয়াছে, প্রায় ৩৭ শতাংশের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে নাজুক অবস্থায়। এই বিদ্যালয়গুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। 'বার্ষিক সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট ২০১৭'-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, দেশে সরকারি প্রাথমিক স্কুল রহিয়াছে ৬৪ হাজার ১১২টি। অনুমান করিতে কষ্ট হয় না, নির্মাণকালীন ত্রুটি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিদ্যালয়গুলির বেহাল ও করুণ দশা দেখা দিয়াছে। বৈদেশিক অর্থসাহায্যে নির্মিত এই বিদ্যালয়গুলির নকশা আকর্ষণীয়, দেখিতে সুরম্য। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয় ভবনগুলি রঙ হারাইয়া বিবর্ণ ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ যদি হয় নির্মাণকালীন দুর্বলতা, তবে তাহাতে দুর্নীতির ভাগ রহিয়াছে। আবার আমাদের দেশে ভবন নির্মিত হয় ঠিকই, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয় না। বা থাকিলেও তাহাতে রহিয়া যায় দুর্নীতি ও ফাঁকি।

প্রাথমিক শিক্ষা সকল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্যায়েই শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর নানান দেশে সরকারি বিদ্যালয়গুলি মর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক, পাশাপাশি শিক্ষার খরচও কম, ফলে এইগুলিই অভিভাবকদের প্রথম পছন্দের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে চিত্র উল্টা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা পরিত্যাগ করিবার কারণে এক অসম শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। পরিস্থিতি এইরূপ, যাহাদের অর্থ নাই তাহারা পড়িবে সরকারি বিদ্যালয়ে আর যাহাদের অর্থ রহিয়াছে তাহারা পড়িবে 'উন্নত' ও 'যুগোপযোগী' বেসরকারি বিদ্যালয়ে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের ভাবিতে হইবে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে অভিভাবকদের নিকট আকর্ষণীয় করা যায়। ইহার অংশ হিসাবে যেমন শিক্ষার মান রক্ষা করিতে হইবে, তেমনি সুদৃশ্য ও মানসম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো গড়িয়া তোলার দিকেও মনোযোগী হইতে হইবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব মাঠ থাকে, এই জায়গায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি হইতে এইগুলি আগাইয়া রহিয়াছে। এখন বিদ্যালয় ভবনগুলিকে আধুনিক করিতে হইবে এবং যেইগুলি ইতোমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। এমন নহে যে, বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নূতন বরাদ্দের অপেক্ষা করিতে হইবে। বরং উপজেলা কিংবা ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বরাদ্দ হইতে কিছু অংশ বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। আর দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছে যে, তাহার মূলোৎপাটনের লড়াই এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পিছনে দেখা যাইবে মন্ত্রণালয় হইতে শুরু করিয়া স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ অনেকেই তাহার বরাদ্দে ভাগ বসাইয়াছে। আর ঠিকাদারদের অসততা তো রহিয়াছেই। একটি দুর্বল ভবনের পিছনে লোভী মানুষগুলির দুর্নীতিই মূলত দায়ী। আর ইহার প্রভাব পড়িতেছে সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায়। ইহা হইতে অবশ্যই আমাদের মুক্ত হইতে হইবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত